# রবীন্দ্র চেতনায় ধর্ম

শ্রীমতি তৃপ্তি ভট্টাচার্য্য

ভাষাজ্ঞানের মতই ধর্মজ্ঞান মানুষের স্বভাবজাত। এর ইতিহাস বলা কঠিন। ঈশ্বর বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের আশৈশব সংস্কার, তবে তাঁর কল্পিত ঈশ্বর প্রচলিত লৌকিক হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক; এমন কি ধর্মানুমোদিত ব্রহ্মজ্ঞান থেকেও পৃথক। তাঁর ধর্ম একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। উপনিষদের শ্লোকগুলিকেও তিনি গভীরভাবে অর্থবহ করে তুলেছেন।কালান্তরে তাঁর ধর্মভাবনার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

১৯০১-১৯০২ ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা কালে তিনি প্রাচীন ভারতে মানসভ্রমণ করেন; সেই সময়কার রচনাগুলিতে হিন্দুত্বের ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। তাঁর হৃদয়ে অনুভূত হয় এক সত্যের বাণী। দর্শনের যুক্তিবাদ, কর্মবাদ, বৈষ্ণবের ভক্তিবাদ সকলই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তাঁর রচনার মধ্যে। এই সময়ে একের পর এক প্রিয়জনের মৃত্যু তাঁর হৃদয়বীণার প্রতিটি তারে বেদনার সুর ঝংকৃত করে তোলে। ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তাঁর মনকে বিচলিত করে তোলে। ধর্মের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে তিনি ধর্মের উদার সীমায় বিচরণ করেন।

তাঁর ধর্ম রূপান্তরিত হয় মানবধর্মে। তিনি মনে করেন এগিয়ে চলাই মানুষের ধর্ম এবং সেই অগ্রগতির ধর্ম রক্ষার্থে চলেছে মানুষের অবিরাম চলা। এই চলার শুরু মানুষের অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে। যেদিন মানুষ দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার দেখার সীমানাকে প্রসারিত করল এবং সে তার দুটি হাতকে করল স্বাধীন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সোঽহম মন্ত্র মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র। কেবলমাত্র ক্ষণজন্মা মানুষের মন্ত্র নয়, সকল মানুষের মন্ত্র। কবি মনে করেন অতীতে ভগবান ছিলেন না -- ভগবান আগতপ্রায়। মানুষের অবিরাম চলা, ভবিষ্যতের দিকে চলা কেবলমাত্র ঈশ্বর পদ প্রাপ্তির জন্য, পরম পদ লাভের আশায়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষের মধ্যে এক নিবিড় যোগের কথা তিনি বলেছেন। সকলের যোগে এই যে মানব -- এই মানবই পরম মানব, শাশ্বত মানব, Universal Man, Man the Eternal; সকল মানবের যোগে এই যে পরমমানব, তাঁর যোগে রয়েছে মানবের "হয়ে ওঠার চেষ্টা। এই পরম মানুষের যোগেই আমার পরমপদ লাভ, এই আমার" সোঽহম মন্ত্র, পিতৃতমের অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের পথে মানুষ চিরপথিক। তার উত্তরণ ঘটে অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে। এইখানেই তার বিশ্বমানবতা, এই বিশ্বমানব "সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" -- সকল মানবের সম্মিলিত কণ্ঠের উচ্চারণ "সোঽহম"।

অথর্ববেদ বলেছেন মানবধর্ম প্রকৃতির প্রয়োজনকে পেরিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চলা। জীবনধারণের প্রয়োজন মানবধর্মকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু জীবনধারণের অতিরিক্ততা সেখানে মানুষের প্রকাশ্য হওয়ার ইচ্ছা, আত্মপ্রকাশের অনন্ত বাসনা। মানব প্রকৃতির অন্তরে সুপ্ত যে শক্তি তাকে জাগ্রত করার চেষ্টা, আবিষ্কারের চেষ্টাই মানুষের এগিয়ে চলা; অন্নব্রহ্ম থেকে জ্ঞানব্রহ্মে উত্তরণ। আপন অচেনা আত্মাকে সাধনার মাধ্যমে চেনার বাসনা ও সাধনাই মানবধর্মের সাধনা। অল্পেতে তার আনন্দ নেই, বৃহতেই তার আনন্দ।।"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"।

উপনিষদ বলেছেন ভগবান বিরাজ করছেন স্বমহিমায়। স্বমহিমা আছে তাঁর স্বভাবে। সেই স্বভাবেই তাঁর আনন্দ। বৈদিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলা হয়েছে 'আবি' অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ। মানব স্বভাবও সেই একই ভাবে আত্মাকে প্রকাশ করা, স্বমহিমায় বিরাজ করা। দৈনন্দিন প্রয়োজনে বাইরে প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে চায় বিপদকে মাথায় নিয়ে, কেবলমাত্র আত্মাকে প্রকাশ করার জন্য, নিজের অর্থ খুঁজে পেতে আত্মাকে অনুভব করে। মানুষ যেদিন তার অন্তরের ভূমাকে প্রকাশ করতে পারবে সেদিন সে তার আপন অন্তরের পূজা বেদীতে অর্ঘ্য দান করবে। সেখানেই সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিশ্বমানব হয়ে উঠবে। মানুষের দেবতা তার নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। মনের মানুষটিকে খুঁজে পেতে হলে আগে নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

দার্শনিক কবি, ঔপনিষদিক ভাবধারায় জারিত হয়ে মানুষের মধ্যেই দেবতার অধিষ্ঠান খুঁজে পেয়েছেন। মানুষের ধর্ম নিজেকে প্রকাশ করে এগিয়ে চলার মধ্যে, মিলিত সোঽহম মন্ত্রের মধ্যে। প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় এগিয়ে চলা পরমপদ লাভের জন্য। এই পদ পেলেই ভগবানের হবে জন্ম। রবীন্দ্রমনে ধর্মের চেতনা এখানেই বাঁধা --

"মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাস বাণী,
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝি বা দিবে সে আনি।"